দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0 5 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

24

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক গুলী বিনিময়

ইত্তেফাক রিপোর্ট।। গতকাল রবিবার ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের (আ–অ) দুই গ্রুপের মধ্যে গুলী বিনিময় হয়। ঘটনার এক পর্যায়ে পুলিশ কলাভবনের সম্মুখে ৩ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই সময় প্রাণ ভয়ে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করিতে গিয়া দুইজন ছাত্র সামান্য আহত হয়। গতকাল ১২ টার দিকে মধুর কেন্টিন এলাকায় ঘটনার সূত্রপাত হয়। জানা যায়, ছাত্রলীগ নেতা কামরুজ্জামান আনসারীসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা–কর্মী মধুর কেন্টিনে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। এই সময় ছাত্রলীগের 'থার্ড ওয়ার্ল্ড' বলিয়া খ্যাত গ্রুপের কয়েকজন নেতা–কর্মী বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টুর পক্ষে শ্লোগান (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে

(১ম পৃঃ পর)

দিয়া মধুর কেন্টিনে প্রবেশ করিতে উত্তেজনা দেখা দেয়। ছাত্রলীগ জগন্নাথ হল শাখার কর্মী তাপস প্রহৃত হন। দ্রুত এলাকা ত্যাগ করিতে গিয়া কয়েকজন আহত হয়। এই সময় ঢিলের আঘাতে কামরুজ্জামান, আনসারী আহত হন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর ছাত্র লীগের একটি গ্রুপ জগন্নাথ হল হইতে সন্ত্রাসী বিরোধী মিছিল বাহির করে। মিছিলটি রোকেয়া হলের সম্মুখে পৌঁছিলে প্রথমে মধুর কেন্টিন এলাকা হইতে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোড়া হয়। ছাত্রলীগের এক গ্রুপ রোকেয়া হলের সম্মুখ হইতে অপর গ্রুপ মধুর কেন্টিন, লেকচার থিয়েটার সংলগ্ন এলাকা হইতে ফাঁকা গুলী বিনিময় করিতে থাকে। এই সময় এলাকায় ছাত্রছাত্রীরা দৌড়া-দৌড়ি শুরু করিয়া দেয়। কলাভবনের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীনের কার্যালয়ে প্রথম বর্ষের ভর্তি ফরম জমা দিতে আসা কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক অসহায়ের মত দিক বিদিক ছুটাছুটি শুরু করিয়া দেয়। কলা ভবন ও 'মল' এলাকায় আতংক ছড়াইয়া পড়ে। অস্ত্রধারী তরুণেরা প্রকাশ্যে অস্ত্র উঠাইয়া ফাঁকা গুলী ছুঁড়ে। কলাভবনের বিভিন্ন তলায় দাঁড়াইয়া কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রী এমনকি শিক্ষকবৃন্দ অসহায়ের মত দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল। ফরম জমা দিতে আসা একজন ছাত্রী কলাভবনের তৃতীয় তলায় প্রাণ ভয়ে কাঁদিয়া ফেলে। বিবদমান দুই গ্রুপ ক্রমান্বয়ে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে পুলিশ কলাভবনের সম্মুখে ৩ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। প্রায় বিশ মিনিট পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। প্রকাশ্য কাটা রাইফেল উচাইয়া তরুণেরা যখন দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, তখন পুলিশ কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। গোলাগুলী থামিয়া গেলে এক গ্রুপ জগন্নাথ হলের দিকে অপর গ্রুপ সূর্য সেন হলের দিকে চলিয়া গেলে পুলিশের টহল তৎপরতা জোরদার করা হয়।

ঘটনার পর পরই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ক্যাম্পাসে পৃথকভাবে মিছিল সমাবেশের আয়োজন করে।

ছাত্রলীগ (আ-অ) কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহে আলম, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল গতকাল এক বিবৃতিতে ক্যাম্পাসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান বাদলের হত্যাকারীরা ছাত্রদলের সহায়তায় সূর্যসেন ও জিয়া হলে অবস্থান নিয়া ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করিয়াছে এবং তাহারা গতকাল ছাত্রলীগের সমাবেশে হামলা করে। বিবৃতিতে বাদলের খুনীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবী করা হয়।

মধুর কেন্টিনের সম্মুখে ছাত্রদল আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বলা হয়, ছাত্র লীগের বিবদমান দুই গ্রুপের সন্ত্রাসের কারণে ক্যাম্পাসের পরিবেশ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে নিরাপদ বোধ করিতেছে না। সভায় ফজলুল হক মিলন, নাজিমুদ্দিন আলম, মনিরুজ্জামান মনির বক্তৃতা করেন।